R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্র পাণ্ডত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

গঙ্গাভাঙন রোধে রাজ্য সরকারের ১৭ লক্ষ টাকা গচ্চা ?

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের 'ইচ্ছায়' ফরাক্কার ব্রাহ্মণগ্রাম থেকে রঘুনাথগঞ্জের শেখালীপুর পর্যন্ত বন্যাবিধ্বস্ত ২৬টি স্পার সংস্কারে রাজ্য সরকারকে সতের লক্ষ টাকা গচ্চা দিতে হল বলে অভিযোগ। শোনা যাচ্ছে, প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কাজ সরকারী নির্দিষ্ট অঙ্কের চেয়ে অতিরিক্ত খরচে ঠিকাদারদের পাইয়ে দিয়ে গচ্চার ব্যবস্থা করে দিলেন বিভাগীয় দপ্তর। প্রকাশ, ৯ ডিসেম্বর ঠিকাদারদের ধস্তাধস্তির পর ১৫ ডিসেম্বর 'ওপেন বিড্ কল'-এর আগের দিন গভীর রাত্রে নাকি বিভাগীয় জনৈক পদস্থ অফিসারের বাড়ীতে ৩১ জন স্নেহধন্য ঠিকাদারের নামের একটি তালিকা তৈরী হয়। পরদিন বিড কল-এ যাঁরা কাজ পান, দু' একটি বাদে, তালিকার সঙ্গে সেগুলি হুবহু মিলে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন ঠিকাদার প্রথম দিকে সরকারী নির্দিষ্ট অঙ্কের চেয়ে ২ থেকে ১৭ শতাংশ কম খরচে দরপত্র জমা দেন। সেই দরপত্রগুলি গৃহীত হলে সরকারের ১৩ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হত। কিন্তু তা না করে নিমেষের মধ্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। এবং সতের শতাংশ কম খরচের দরপত্র চাপা পড়ে। ৩১টি কাজের প্রত্যেকটিই ২ থেকে ৫ শতাংশ বাড়তি খরচে ৮০ লক্ষ টাকার কাজ ৮৪ লক্ষ টাকায় ঠিকা দেওয়া হয়। ফলে সতের লক্ষ টাকা গচ্চার ব্যবস্থা পাকা হয় এবং আগের কম খরচের দরপত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই ঘটনার পেছনে অবৈধ লেনদেনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জনসাধারণ সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরকে তদন্তের অনুরোধ জানাচ্ছেন।

দুটি অবহেলিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল

অরঙ্গাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর—সুতী থানার হিলোড়া ও বহুতালি স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটি বহুদিন থেকে অবহেলিত অবস্থায় থাকার ফলে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। কোয়ারটারগুলি জীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে—কোনটির জানালা নাই, কোনটির দরজা ভেঙেছে। ডাক্তার, নার্স ও জি ডি দ্রদের কোয়ারটারগুলি সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আউটডোরের সামনে নোংরা আবর্জনা, আগাছা, কাচের টুকরো ও খোলানকুচি জমে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করে তুলেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কর্তব্যরত কর্মীদের কাজেরও কোন ঠিক নাই—ফারমাসিকটকে চালাতে হয় ডাক্তারের কাজ, জি ডি একে করতে হয় নার্স ও মেথরের কাজ। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিবেশ সরব থাকে, তারপর থেকেই নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বন্যার সময় হিলোড়া

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জমি দখলদারদের অপসারণের সিদ্ধান্ত

ধুলিয়ান, ১৯ ডিসেম্বর—এ মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সামসেরগঞ্জ ভূমি সংস্কার কমিটির সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সামসেরগঞ্জ থানার পারশিবপুর চর এলাকায় বহিরাগত বেআইনী জমি দখলদারদের অপসারণ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা হোক এবং পুলিশের সাহায্য দিয়ে স্থানীয় কৃষকদের জমি, ফসল ও জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। সদস্যদের আলোচনা থেকে জানা যায়, বাইরের লোক এসে চরের জমি দখল করেছে এবং প্রকৃত যারা জমির মালিক তাদের জমির ধারে কাছে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রাণহানি এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল ১০ জন দখলদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আর এস পি দলের সামসেরগঞ্জ ব্লক কমিটির সম্পাদক নন্দলাল সরকার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ত্রাণ বণ্টনে কারসাজি

জঙ্গিপুর, ২০ ডিসেম্বর—বন্যাত্রাণে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৫৮ থেকে ৩৬৬ নম্বরযুক্ত আটটি টোকেনের ৩২ কেজি গম উপযুক্তভাবে বিলি না করে কারসাজি করা হয়েছে এই অভিযোগে বিডিও নুরুল আবসার ৩০ নভেম্বর তারিখের ২০২২ নম্বর পত্রে উপ-প্রধান অমিয়-রঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার জন্য রঘুনাথগঞ্জ পুলিশকে অনুরোধ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। অমিয়বাবু সি পি এম দলের সমর্থক। জঙ্গিপুর সংবাদে সেকেন্দ্রা অঞ্চলে বন্যাত্রাণে কারচুপির সংবাদ প্রকাশের পর সরকারী তদন্তে এই কারসাজি ধরা পড়েছে বলে প্রকাশ।

ত্রাণ বণ্টনে দলবাজি

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর—সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সি পি এম দলের অনিল মুখার্জি ১৫ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে নিজ নিজ গ্রাম সভার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং দুঃস্থ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্থগিত নির্বাচন আজ

বিশেষ প্রতিনিধি, ২০ ডিসেম্বর—মুর্শিদাবাদ জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন শুরু হচ্ছে আজ থেকে। সদ্যনির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। সরকারী সূত্র থেকে জানা গেছে, জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকে আজ অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর, সুতী ১ ও ২নং ব্লকে ২১ ডিসেম্বর, ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ ব্লকে ২২ ডিসেম্বর এবং সাগরদীঘি ব্লকে ২৩ ডিসেম্বর—এই চারদিন ধরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারী সূত্রের আর একটি খবরে জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর, কাশিয়াডাঙা ও লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এখনও তিনটি অঞ্চলে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে।

ও সি সাসপেনড

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর—নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কুমুদশঙ্কর চ্যাটারজিকে সাসপেনড করা হয়েছে। তরুণ অফিসার প্রদীপ ব্যানারজি আজ থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কুমুদবাবুকে কয়েক মাস আগে একবার বদলি করা হয়। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতার তদ্বিরে সে যাত্রা তাঁর বদলির আদেশ বাতিল হয়। এবার নভেম্বর মাসে আবার তাঁকে বদলি করা হয় এবং দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য প্রদীপ-বাবু ২৫ নভেম্বর এই থানায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রদীপবাবুকে থানার দায়িত্বভার অর্পণ না করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৩৮৫।

অপারেশন বর্গা ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ

গ্রামবাংলার চাষী, কৃষক এবং ভাগচাষিগণের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্গাদারগণের নাম নথীভুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারীভাবে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অপারেশন বর্গা'। কৃষি এবং কৃষকের পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রশংসার্হ। এই ব্যবস্থায় তাবৎ জোতদারগণের কুক্ষিগত জমির ফসলের তিন চতুর্থাংশ প্রকৃত কৃষকের হাতে তুলিয়া দিবার সংস্থান রহিয়াছে। ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় ইহা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জমির মালিক হইলেই জোতদার হয় না। অনেক ছোট ছোট কৃষক জোতদার আছেন, যাঁহারা নিজ হালে চাষাবাদ করাইয়া কোন প্রকারে পরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন। উৎপন্ন ফসল হইতে যাহা আয় হয়, তাহা তাঁহাদের সঞ্চয়ের তহবিলে জমা পড়ে না, কোনক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া দিন অতিবাহিত হয়। কন্যার বিবাহ, রোগ-শোক ইত্যাদিতে সামান্য জমিটুকুও বন্ধক দিয়া অথবা বিক্রয় করিয়া সেই সকল দায়িত্ব পালন করিতে হয়। এই সকল নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দুর্বল শ্রেণীর জমিজমায় যদি বর্গা বসানো হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অভিমত পোষণ করা হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, দ্বান্দ্বিক পল্লীবাংলার কুচক্রী মানুষ অথবা স্বার্থলিপ্সু রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মিগণ এমনিভাবে বহু নিম্নমধ্যবিত্ত ও দুর্বল শ্রেণীর জমিজমার উপর অনিচ্ছুক চাষীর নাম বর্গা নথীভুক্ত করিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বতন বর্গার স্থলে নূতন বর্গার নাম নথীভুক্ত করা হইতেছে। ঘটনাগুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোনমতেই সঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে না। নিম্ন এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় এবং বিনাশ নিশ্চয়ই সরকার চাহেন না।

বামফ্রন্ট সরকার শুধুই দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর সরকার নহেন, এই সরকার নিম্নমধ্যবিত্ত তথা সকল শ্রেণীর মানুষের সরকার। রাজনৈতিক কারণে কোন শ্রেণীকে নিঃস্ব করিয়া দিবার অধিকার নিশ্চয়ই কোন সরকারের নাই। 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচী সফল করিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। রাজনীতির উর্ধ্বে এই কর্মসূচী রূপায়িত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রধান ডাকঘর প্রসঙ্গে

অবশেষে পয়লা ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘর সাব থেকে হেড হলেন। এতে স্থানীয় অনেকে খুশি। কিন্তু কেন? সরকারী একটি কার্যালয় সম্প্রসারিত হলে তার ফলভোগ জনসাধারণ কতটুকু করতে পারবেন সেটাই বিচার্য। শুধু অকারণ পুলকে খুশি না হয়ে, সাময়িক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে বড় অফিস থেকে জনসাধারণ কি অতিরিক্ত সেবা (Service) পাচ্ছেন। যদি পান তখন খুশি হব বৈ কি।

রঘুনাথগঞ্জের এই মর্যাদা বৃদ্ধিতে কান্দী কি বেদনাহত? রঘুনাথগঞ্জবাসীকে কি কান্দীবাসী বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী অমিত্র ভাবছেন? তা যদি হয় তবে কেন?

কান্দীবাসীদের কাছে নিবেদন, তাঁরা বিচার করে দেখুন—(১) একটি সরকারী কার্যালয় সম্প্রসারণের ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার; (২) তিনি এ ব্যাপারে কি কি ন্যায় বা অন্যায় করেছেন; (৩) যে আবর্ত সৃষ্টি করে এই জেলার দু'টি মহকুমাবাসীর মনে অকারণ বিদ্বেষ বাষ্প ঘনীভূত করে তোলা হল তার জন্য দায়ী কে; (৪) কারা বা কাদের স্বার্থে ও প্ররোচনায় জল ঘোলা করা হল।

আর সকলের কাছেই নিবেদন, আমরা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে না পারলে চক্রান্ত সৃষ্টিকারীরা কলহ বাধিয়ে দিয়ে মুনাফা তুলবে।

শুধু কান্দী কেন দেশের যে কোন অংশের উন্নয়নে ও ন্যায্য দাবীর পিছনে আমাদের আগ্রহ সমর্থন আছে। কান্দীবান্ধবে প্রকাশিত তথ্য পর্যাপ্ত (Sufficient) হলে সেখানেও হেড অফিস খোলা হোক। —হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

পুলিশের নিশ্চেষ্টতা

গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় সদর রাস্তার উপরে 'পূর্ণিমা বস্ত্রালয়' থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বস্ত্রাদি চুরি হয়েছে। চোর দোকান থেকে বেছে বেছে কাপড় সরিয়েছে এবং চুরি করার পর দোকানঘরে পায়খানা পেচ্ছাব করেছে। পরদিন সকাল সাতটায় থানায় খবর দিলেও বেলা ১২টার আগে নাকি ডাইরী লেখা হয়নি। বার বার অনুরোধ করার পর রাত্রি ন'টায় প্রথম থানা থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে লোক আসে। পরবর্ত্তীকালে পুলিশ তদন্ত কিছু হচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ভাবখানা এই, চোরাই মাল এবং চোরের সন্ধান করে যদি কেউ পুলিশকে জানান তাহলে তাঁরা ভেবেচিন্তে অগ্রসর হলেও হতে পারেন। ফুলতলার মোড়ে রাত্রে পুলিশ পাহারা থাকে। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে সদর রাস্তার উপরে এতবড় চুরি হয়ে গেল। এত পরিমাণ চোরাই মাল এই এলাকা থেকে চট্ করে অন্যত্র পাচার করা সম্ভব নয়। জনসাধারণের ধারণা, ঘটনা জানার পর সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ জোর তদন্ত চালাত তাহলে এই চুরির কিনারা করা অনেক সোজা হত। ফুলতলা এলাকা ক্রমশই নানা রকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের আস্তানা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুলিশের নিশ্চেষ্টতা অনেক সময়ই রহস্যজনক।

—জনৈক পত্রলেখক, রঘুনাথগঞ্জ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একমাসের জন্য একজন চিকিৎসককে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য এতদঞ্চলের অধিবাসীরা গণআবেদন করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। দুটি গ্রামের লোক বহুবার বহুভাবে বহু জায়গায় স্মারকলিপি দিয়েও কোন ফল পাননি। এখনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটিতে রোগীরা আসেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধ পান সামান্যই। সব থেকে অসুবিধায় পড়েন দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রসূতিরা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন প্রসূতি সন্তান প্রসবের আগেই মারা গেছেন, মারা গেছে কয়েকটি নবজাতকও। বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এতদঞ্চলের জনসাধারণ জানতে চাইছেন, তাঁদের আবেদন-নিবেদনের কি কোনই মূল্য নাই?

কৃষিঋণ ও অনুদান চাষীর পকেট কাটছে

সাগরদীঘি, ২০ ডিসেম্বর—বর্তমানে এই ব্লক থেকে যেভাবে কৃষিঋণ ও সরকারী অনুদান বণ্টন করা হচ্ছে, সেই বণ্টন ব্যবস্থায় গলদ থাকায় চাষীর পকেট কাটা যাচ্ছে বলে পাটকেলডাঙা ও বারালা অঞ্চলের হাতিশালা, কাঁচিয়া, পাটকেলডাঙা, চারগাছি, সাহাপুর প্রভৃতি গ্রামের কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, অনুদানের টাকার পরিবর্তে কাগজে-কলমে ৩০ কেজি আলুর বীজ দেওয়া হচ্ছে, যার প্রকৃত ওজন ২৬ কেজি। চাষীদের এখনও আলুর সার দেওয়া হয়নি, অন্যান্য বীজের সারও কম। কৃষিঋণের শতকরা ৫০ ভাগ সার ও গমবীজ বণ্টনের নিয়মে বিডিও অফিসের নির্দেশে যে এজেন্টের ঘর থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হচ্ছে, বাজারে ১'৬০ টাকা কেজি দরের জায়গায় সেই গমের দর ২'৬০ টাকা। এ ছাড়াও বস্তাপিছু ইউরিয়ায় দু'টাকা বেশী আদায় করা হচ্ছে। কৃষিঋণ বণ্টনের সময়ই সারের বস্তার দাম এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ চাষীর কাছ থেকে পাঁচটি করে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করলে তাঁর অনুরোধে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক হস্তক্ষেপ করায় সংশ্লিষ্ট এজেন্ট মাত্র দু'জনকে চারটি টাকা ফেরত দিয়েছেন। অন্যদের পকেট এখনও কাটা যাচ্ছে।

কৃষিঋণ বিতরণ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর—আজ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে বর্গাদারদের কৃষিঋণ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ১৬ জন বর্গাদারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষিঋণ বিতরণ করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত। ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ব্লক কমিটির মাধ্যমে ৯০০ বর্গাদারের মধ্যে ৫০ হাজার টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হবে। আজকের অনুষ্ঠানে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে তারই সূচনা করা হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে প্রধান অতিথি ও মুর্শিদাবাদের মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

বর্গাদার ও পাট্টাদারদের অধিকার রক্ষা করে

ফসল তোলার বিরোধ-নিষ্পত্তির নির্দ্দেশাবলী—১৯৭৮

১। ভূমি সংস্কার আইনের সফল রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ-ভাবে ফসল কাটা সুনিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য।

২। বর্গাদার নথিভুক্ত হোন বা না হোন তাঁদের শুধুমাত্র ফসল তোলার ক্ষেত্রেই নয়, উৎপন্ন ফসলের প্রাপ্য অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রেও উপযুক্ত আইনানুগ পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে।

৩। ফসল তোলা সম্পর্কিত কৃষি বিষয়ক বিরোধের সমস্ত রকমের সম্ভাব্য ঘটনার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে কিছু বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধের নমুনা দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নেবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলিতে তুলে ধরা হল। মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর ছাড়া অন্যান্য জেলায় ব্লকস্তরে কর্মরত ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটিরূপে বিজ্ঞাপিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সাহায্য নিয়ে ফসল তোলার বিভিন্ন ধরনের বিরোধ স্থানীয় ভিত্তিতে মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলায় পূর্বতম ব্লকস্তরের ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটি করবেন।

৪। যেখানে জমির মালিক ও নথিবদ্ধ বর্গাদারদের (অথবা যিনি বর্গা-সার্টিফিকেট পেয়েছেন) মধ্যে বিরোধ আছে সেখানে বর্গাদারই ফসল তোলা ও উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা পাবেন।

৫। ভূমি সংস্কার আইনের সুবিধাদানের ক্ষেত্রে যদিও নথিবদ্ধ অথবা যাঁদের নাম এখনও নথিভুক্ত হয়নি এমন বর্গাদারের মধ্যে আইনতঃ কোন তারতম্য নেই তথাপি অনথিভুক্ত বর্গাদারদের এই সুবিধাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হলেও হতে পারে। এক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আইনের ২১বি ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। ২১বি ধারায় বলা আছে যে একজন যদি অন্যের

যিনি অন্যের জমিতে চাষ করেন	জমি আইনসঙ্গত ভাবে চাষ করেন
ক্ষেত্র বিশেষে তাঁকে বর্গাদার	তাহলে তাঁকে সেই জমির বর্গাদার
রূপে গণ্য করা হবে।	হিসেবে গণ্য করা হবে—যদি তিনি
	জমির মালিকের পরিবারভুক্ত না
	হন।

অন্যান্য আইনে যাই থাকুক না কেন ওই জমি জমির মালিকের নিজ চাষে আছে, কোনো বর্গাদারের দ্বারা চাষ হয়নি, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব জমির মালিকের। সুতরাং এই আইনে, যদি কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত-ভাবে অপর কোন ব্যক্তির জমি চাষ করেন তাঁকে বর্গাদাররূপেই গণ্য করা হবে। তিনি আইনের আওতায় সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাবেন।

৬। ফসল তোলার বিরোধের ক্ষেত্রে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একইসঙ্গে বর্গাদাররূপে দাবিদার হন তাহলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা হচ্ছে যে একজনই প্রকৃত বর্গাদার হবেন এবং অন্যরা ভুয়া। পঞ্চায়েত সমিতির (ব্লকস্তরের ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটি) সাহায্যে স্থানীয় ভাবে তদন্ত করে প্রকৃত বর্গাদার কে তা নির্দ্ধারণ করে তার স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

৭। দুজন প্রকৃত বর্গাদার একজন যিনি পূর্বে অবৈধভাবে উচ্ছেদ হয়েছেন এবং অপর একজন সম্প্রতি চাষের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন এঁদের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৯বি (১) বি ধারার বক্তব্য অনুযায়ী নবনিযুক্ত বর্গাদার ফসল কাটবেন এবং উৎপন্ন ফসল বেআইনীভাবে উচ্ছেদ করা পুরান বর্গাদারের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। এ ক্ষেত্রে জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের কোন ভাগ পাবেন না। গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এর সুষ্ঠু সমাধান করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের বিরোধকে একটা প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হতে দেওয়া উচিত হবে না। গরীবে-গরীবে বিরোধ বিসম্বাদ রোধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

৮। সরকারে ন্যস্ত জমিতে উৎপন্ন ফসল কাটার ক্ষেত্রে সমস্যাটা কিছুটা পৃথক। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৪৯ ধারা অনুযায়ী যোগ্য পাট্টাদারদের ফসল কাটার সময়ে এবং সমস্ত ফসল ঘরে তোলার ব্যাপারে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। আপাতদৃষ্টে যোগ্য নন অথচ পাট্টা বাতিল হয়নি এরকম পাট্টাদারের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় নিজেই ফসল ফলিয়েছেন তাহলে সেই ফসল তাঁরাই তুলবেন।

১০। যেক্ষেত্রে যোগ্য পাট্টাদারের হাতে তাঁর নির্ধারিত জমি তুলে দিতে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থাদি ব্যর্থ হয়েছে এবং ওই নির্দ্ধারিত জমি যদি পাট্টাদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বেআইনীভাবে চাষ করে থাকেন সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি মারফৎ পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে।

১১। ফসল কাটার সময়ে হিংসাশ্রয়ী ঘটনা যাতে না ঘটে কিংবা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দূর হয় তার জন্যে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেসব সম্ভাব্য জায়গায় এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার ফলে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে সেই জায়গাগুলি খুঁজে বার করতে হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্লক পর্যায়ের ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটির সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে হবে।

১২। সরকার আশা করেন জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। এতদিন সমাজের যে দুর্বল শ্রেণী তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হয়েছেন, দেখতে হবে তাঁরা যাতে বিভিন্ন আইনানুযায়ী প্রাপ্য সবরকমের সুযোগ সুবিধা পান যাতে তাঁদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে পারা যায়, সেজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর হইতে প্রচারিত

অপসারণের সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভূমি সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন এবং চরের জমি সংক্রান্ত ভূমি সংস্কার কমিটির সভাকে অবৈধ বলে মনে করেন। তাঁর মতে বিষয়টি কমিটির এক্তিয়ার বহির্ভূত। তিনি জানান, চরের জমি দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণ্ডগোল চলছে। ১৩ ডিসেম্বর চরের ৪নং কলোনীর একজন উদ্বাস্তুকে ১০/১৫ জন লোক হেঁসো দেখিয়ে ধুলিয়ান শহরের একটি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে এবং ৭০৫ টাকা ছিনিয়ে নেয়। খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার সাব-ইনসপেকটর ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই বাড়ী থেকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় সেই উদ্বাস্তুকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে চরের আর একজন আর এস পি সমর্থককে হেঁসোর আঘাতে জখম করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, উদ্বাস্তুরা শিবপুর চর এলাকায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে।

ত্রাণ বণ্টনে দলবাজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের মধ্যে বীজ, সার, জামা-কাপড়, কম্বল, খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদি বণ্টনের জন্য তালিকা দাখিলের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। ১৫ জনের মধ্যে ১০ জন সি পি এম, ১ জন আর এস পি এবং ৪ জন কংগ্রেস সদস্য। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাসময়ে নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালিকা দাখিল করেন। তালিকাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অনুমোদনের জন্য আলোচনার সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এনে ৪ জন কংগ্রেস সদস্যের তালিকা বাতিল করে পাঁচটি কর্মীদের তৈরী তালিকা অনুমোদন করা হয়। কংগ্রেসের ৪ জন সদস্যই পঞ্চায়েত প্রধানের দলবাজির মনোভাবে ধিক্কার জানিয়ে সভা ত্যাগ করেন। পরদিন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্র পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিডিও এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপে লিখিত অভিযোগ করা হলে মহকুমা শাসকের নির্দেশে বিডিও ঘটনাটি তদন্ত করেন বলে জানা যায়।

ও সি সাসপেনড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কুমুদবাবু ছুটি নিয়ে আবার তাঁর বদলির আদেশ বাতিলের জন্য সচেষ্ট হন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায়, তাঁকে সাসপেনড করা হয়েছে।

খাদ্য সংস্থার গুদাম সীল

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর—পাচার করার উদ্দেশ্যে গুদাম থেকে এগার বস্তা চাল সরিয়ে রাখা হয়েছে—সোমবার রাত্রে এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতের খাদ্য সংস্থার স্থানীয় গুদাম সীল করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চলছে। পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

স্কুটার বিক্রী
চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।
—অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

সুবর্ণ সুযোগ **Godrej** সুবর্ণ সুযোগ

আসন্ন শীতকাল উপলক্ষে প্রতিটি গোদরেজ রেফ্রিজেরেটর ভোলটেজ ষ্টেবিলাইজারসহ কিনলে

বিনামূল্যে

একটি Aristocrate ব্রীফকেস অথবা 4 লিটার প্রেসার কুকার।

এ সুযোগ মাত্র কয়েকদিনের জন্য। ষ্টক সীমিত। সময় থাকতে সংগ্রহ করুন।

পরিবেশনায়—
সর্বযুগের একটি নাম
ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
পোঃ বোলপুর (বীরভূম)
৭৩১২০৪

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।